

অস্পষ্ট বণ্টন

নাহিদ হাসান

অনেকদিন আগের কথা, তখন আমরা অনেক ছোট ছিলাম। দাদু আমাদের নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় গল্প বলত আর আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। এখন অনেক বড় হয়ে গেছি, দাদুর বলা গল্পের অনেকগুলোই ভুলে গেছি। কয়েকটা আবার আবছা আবছা মনেও পড়ে। তবে ওইদিনের গল্পটা এখনও ভুলি নি যেদিন দাদু তার শেষ গল্পটা বলেছিল।

ছোটবেলাই গ্রামেই বড় হয়েছি, যদিও গ্রামের স্মৃতি গুলো আর মনে পড়ে না। বাবার শহরে চাকুরি হল। আমাদের নিয়ে শহরে চলে আসলো, সমাপ্তি ঘটলো দাদুর মুখে গল্প শোনার আর সূচনা ঘটলো শহরের বাচ্চাগুলোর সাথে পিঠে বস্তা বোঝাই নিয়ে স্কুলে গিয়ে ভারি ভারি ইংরেজি শব্দ গিলতে থাকার। আমার বড় ভাইয়েরা অবশ্য আগে থেকেই স্কুলে যেত তবে আমার অভিজ্ঞতাটা নতুন। যাইহোক সময় পেরুতে লাগলো, সময়ের সাথে সাথে আমিও বড় হতে লাগলাম। এখন বিদেশে চাকরি করি। আমার ভায়েরাও বিদেশেই চাকরি করে তবে বিদেশটা তো আর একটা দেশ নয়। একেকজন একেক দেশে থাকি কারো সাথে কারো দেখা নেই। চিঠিতেই যা কথা হয়।

যাই হোক দাদুর বলা সেই শেষ গল্পের মতই আমরা ভায়েরা একেকজন একেক দেশে থাকি। দাদুর গল্পের চরিত্র ছিল হুতুম। জানি না দাদু এই নামের মধ্যে কি খুজে পেয়েছিল। তা যাই হোক দাদুর বলা সেই গল্পটা তোমাদের সাথে ভাগাভাগি করি –

হুতুম ছোট্ট একটা মেয়ে, তারা কয়েক ভাই বোন। তাদের জন্মটা গ্রামে হলেও তারা সবাই আজ সুশিক্ষিত আত্মনির্ভর সফল ব্যক্তি। তারা একেক জন একেক দেশে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তারা যখন ছোট ছিল তাদের দাদু তাদের গল্প শোনাতে, হরেক রকমের গল্প। একদিন তাদের দাদু বললেন, "সোনামণিরা আজ আমি তোমাদের একটা বাস্তব গল্প বলব, তোমরা মন দিয়ে শুনবে।" এই বলে দাদু তার গল্প শুরু করলেন –

"অনেক আগের কথা, দেশে তখন রাজা-বাদশাদের শাসন চলত। মাঝে মাঝেই এক রাজা আরেক রাজার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হত, কারোর মধ্যে যেন মৈত্রী ভাব ছিল না। এমন এক সময় আমাদের

রাজার কাছে রাজকুমারিকে পুত্র বধু করার প্রস্তাব দেয় অন্য এক রাজা। কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দের কারণে রাজা প্রস্তাবটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দেন। বিষয়টা অন্য রাজার গিয়ে আত্মসম্মানে আঘাত করে। তিনি রেগে গিয়ে এই রাজ্যের সাথে সমস্ত সম্পর্ক শেষ ঘোষণা করেন, আর প্রতিশোধের বহির্জালিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে শুরু করেন। তারপর একদিন আমাদের রাজকুমারির বিয়ে ঠিক হয় রাজ্যের এক বিলেত ফেরত শিক্ষিত যুবকের সাথে। বিয়ের দিন হৈ হৈ কাণ্ড, চারিদিকে আলোর উৎসব। আর ঠিক এইসময় আষাঢ়ের মেঘের মত আগমন ঘটে অপেক্ষমাণ ঈর্ষান্বিত সেই রাজার। তিনি এসেই মুহূর্তের মধ্য বিয়ে বাড়িকে রণক্ষেত্রে পরিনত করে। দু'রাজ্যের সেই লড়াইয়ের একপর্যায়ে আমাদের সাথে যোগ দেয় দেশের সাহসী সাধারণ প্রজারা। আমিও তখন তরতাজা যুবক, বাপিয়ে পড়ি যুদ্ধে। অবশেষে হার নিশ্চিত বুঝে হাত পা গুটিয়ে নেয় ঐ রাজা। আমরা জয়লাভ করি। রাজকুমারির বিয়েটাও কোনোরকমে হয়ে যায়। আর যুদ্ধের পর সাহসী প্রজা হিসেবে রাজা মশাই খুশি হয়ে আমাকে কোষাগার থেকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দেন সেই সাথে সেনাপতির সাথে কাজ করারও সুযোগ করে দেন। সেই স্বর্ণমুদ্রা গুলো আর বেতন থেকে জমানো কিছু মুদ্রা আমি সিন্দুকে রেখেছি। এখন তো আর রাজার শাসনও নেই আর স্বর্ণমুদ্রাও নেই, অচল হয়ে পরেছে। উন্নতির সাথে সাথে স্বর্ণমুদ্রা কাগজের মুদ্রাই পরিনত হয়েছে। স্বর্ণমুদ্রা গুলো আজ শুধু স্বর্ণকারের কাছেই চলে। আমি তো আর বেশিদিন তোমাদের মাঝে থাকব না। তাই ঐ মুদ্রা গুলো আমি তোমাদের দিয়ে গেলাম। তোমরা যখন বড় হবে তখন সবাই সমান ভাবে মুদ্রাগুলো ভাগ করে নিও, ক্যামন।"

আজ তাদের দাদু আর নেই। তার নাতি-নাতনিরা বিদেশে চাকরি করে, একেক জন একেক দেশে। তার মৃত্যুতেও কেউ আসতে পারে নি। কি করেই বা আসবে, বিদেশ তো আর দু'পায়ের রাস্তা নয়। তারপর অবশ্য একেক সময়ে একেক জন এসেছিল। আর যেই এসেছিল সেই সিন্দুক থেকে মুদ্রাগুলোকে বের করে সমান ভাগে ভাগ করে নিজের ভাগ বুঝে নিয়ে বাকিদেরটা সিন্দুকেই রেখে গেছে। তারও অনেক পরে একবার শিতের ছুটিতে নাতি-নাতনিদের সবাই দেশে এসেছিলো। আর গল্পে গল্পে মুদ্রার কথা উঠতেই জানা যায় তাদের সবাই নিজ নিজ ভাগ সিন্দুক থেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেল তখনও কিছু মুদ্রা অবশিষ্ট ছিল। তারা সবাই যথেষ্ট সুশিক্ষিত এবং আত্মনির্ভর। তাই কেউ আর তর্কে জড়াল না। বাকী মুদ্রাগুলো সবাই সমান ভাগে ভাগ করে নিল।